বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল

(প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট,১৯৭৪(২৫/১৯৭৪)এর অধীনে গঠিত)
৪০, তোপখানা রোড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

মামলা নং-২/২০১৮

জনাব মোঃ এনামুল হাসান খান (শহিদ) পিতাঃ মরহুম বজলুর রহমান ঠিকানাঃ উত্তরখান, থানাঃ উত্তরখান, ঢাকা।	ফরিয়াদী
বনাম	
জনাব মোঃ ইদ্রিস আলী নান্টু সম্পাদক ও প্রকাশক দৈনিক নতুন দিন ঠিকানাঃ ১৭ হাটখোলা রোড (২য় তলা) কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ওয়ারী, ঢাকা-১২০৩।	প্রতিপক্ষ

জুডিশিয়াল কমিটির উপস্থিত চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ ঃ

১। বিচারপতি মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ	চেয়ারম্যান
২। জনাব স্বপন দাশ গুপ্ত	সদস্য
৩। মফিদা আকবর	সদস্য

ফরিয়াদী	ঃ তালুকদার রুমী, প্রতিনিধি।
প্রতিপক্ষ	ঃ অনুপস্থিত
শুনানীর তারিখ	ঃ ২৩/০৫/২০১৮খ্রিঃ
রায়ের তারিখ	ঃ ২১/০৬/২০১৮খ্রিঃ

রায়

আর্জির সারসংক্ষেপঃ

মোঃ এনামুল হক খান শহীদ, চেয়ারম্যান, প্রমি এগ্রো ফুডস প্রাঃ লিমিটেড "দৈনিক নতুন দিন" পত্রিকার ২৮ জানুয়ারি তারিখের সংখ্যায় **'অনিয়ম ও দুর্নীতির সাথে পরিচালিত হচ্ছে বি, এইচ খান স্কুল এন্ড কলেজ'** শীর্ষক শিরোনামে সংবাদ প্রতিবেদনের মাধ্যমে আপত্তিজনক, অসত্য, কাল্পনিক এবং বানোয়াট তথ্য প্রকাশ করার বিরুদ্ধে বিচার প্রার্থনা করেছেন।

ঢাকা থেকে প্রকাশিত "দৈনিক নতুন দিন" পত্রিকায় উপরোক্ত শিরোনামের সংবাদ প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে ফরিয়াদীকে জনসম্মুখে সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়ভাবে হেয় প্রতিপন্ন এবং ব্ল্যাকমেইল করার অপচেষ্টা করা হয়েছে।

এই বিষয়ে ফরিয়াদীর বক্তব্য নিম্নরূপঃ
"(ক) ফরিয়াদী ও তার প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কুরুচি এবং অসম্মানজনক সংবাদ প্রকাশ করেছে।
(খ) ফরিয়াদীর কোন বক্তব্য নেয়া হয়নি এবং ফরিয়াদীকে কুকুর ও কুকুরের আচরণের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

(গ) ফরিয়াদী দুইটি প্রতিবাদ পাঠিয়েছে যার একটিও প্রকাশ করা হয়নি। ফরিয়াদীকে ব্ল্যাকমেইলিং করে অর্থ হাতিয়ে নেয়ার অপচেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন রিপোর্টার মোঃ হাসান। ফরিয়াদী মনে করেন সম্পাদকের প্রশ্রয়ে সংশ্লিষ্ট রিপোর্টার এই ন্যাক্কারজনক সংবাদ তৈরী করেছেন।"

ফরিয়াদী নিবেদন করেন যে প্রকাশিত সংবাদ প্রতিবেদন ফরিয়াদীর ভাবমূর্তি নষ্ট করেছে। বিশেষভাবে নিম্নবর্ণিত অংশসমূহ ফরিয়াদীকে আঘাত করেছে।
"২৮/০১/২০১৮ তারিখের সংখ্যায় ফরিয়াদীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ব্যাঙের ছাতার সাথে তুলনা করা হয়েছে। ফরিয়াদীর প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্য সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর তথ্য উপস্থাপন করেছে। ০৪/০২/২০১৮ তারিখের সংখ্যায় ফরিয়াদীকে কুকুর ও কুকুরের আচরণের সাথে তুলনা করেছে"।
এ আপত্তিজনক সংবাদ প্রতিবেদনে কুরুচিপূর্ণ অভিমত ছাপানোর বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্রের/ সংবাদ সংস্থার সম্পাদক মহোদয়ের কাছে ফরিয়াদী প্রতিবাদ পাঠিয়েছে। সম্পাদক ফরিয়াদীর প্রতিবাদ মোটেও ছাপেনি বরং আরো নতুন কিছু যোগ করে ছেপেছেন। তাতে অভিযোগের কারণ প্রশমিত না হয়ে বরং প্রকোপিত হয়েছে।
প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ১২ধারার আলোকে প্রতিকার পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করছে।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বার্থে প্রতিবাদপত্রগুলি এবং প্রকাশিত সংবাদ প্রতিবেদনগুলি হুবহু ছাপানো হলো।

প্রতিবাদ প্রসঙ্গে
২৯/০১/২০১৮

"জনাব,
সবিনয় বিনীত নিবেদন এই যে, আপনার সম্পাদিত গত ২৮ই জানুয়ারী ২০১৮, ১৫ই মাঘ ১৪২৪, রোজ রবিবার দৈনিক নুতন দিন পত্রিকায় ৫ এর পৃষ্ঠায় ৪ ও ৫ কলামে অনিয়ম দূর্নীতির সাথে পরিচালিত হচ্ছে বি, এইচ খান স্কুল এন্ড কলেজ শীর্ষক শিরোনামে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। যা প্রতিষ্ঠানটির ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয়েছে বলে আমি ও আমার শিক্ষার্থীরা মনে করি। আমার স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ব্যাঙের ছাতার সাথে তুলনা করা হয়েছে। যা অন্যায় ও অনৈতিক সাংবাদিকতার শামিল। সরকারের যথাযথ নিয়ম মেনেই আমার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট অর্থায়নে অনুষ্ঠানাদি পরিচালিত হয়ে থাকে এবং সরকারী নিয়ম মেনেই শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হচ্ছে। এছাড়া আমার প্রতিষ্ঠিত প্রমি এগ্রো ফুড প্রডাক্টস লিঃ এর উৎপাদিত পন্য সম্পর্কে অসত্য, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছে। সরকারের যথাযথ অনুমোদন এবং পন্যের গুনগত মান বজায় রেখে দেশ ও দেশের বাহিরে আমার ব্যবসা পরিচালিত হচ্ছে। সুতরাং আমার প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পন্য মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর বলে যে সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছে তা অসত্য ও হাস্যকর। সংবাদের শেষাংশে বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন আগামী সংখ্যায় এ ধরনের বাক্য সংবাদ পত্রের জন্য কতটুকু গ্রহনযোগ্য তা আমার বোধগম্য নয়। আপনার প্রকাশিত সংবাদের বিভিন্ন শব্দ চয়ন দেখে আমি হতবাক এ ধরনের শব্দ চয়ন সুস্থ সাংবাদিকতার পরিপন্থি। সংবাদ প্রকাশের পূর্বে আমার কোন বক্তব্য নেওয়া হয়নি। আমি মনে করি এ ধরনের কর্মকান্ড ও হুমকি হলুদ সাংবাদিকতার শামিল।"

প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ
০১/০২/২০১৮

"জনাব,
যথাযথ সম্মান প্রদর্শন পূর্বক বিনীত নিবেদন এই যে, আপনার সম্পাদিত দৈনিক নতুন দিন পত্রিকায় গত ১৮ইং জানুয়ারী-২০১৮, ১৫ই মাঘ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ, রোজ রবিবার ৫ এর পৃষ্ঠায় ৪ ও ৫ এর কলামে অনিয়ম দূর্নীতির সাথে পরিচালিত হচ্ছে বি, এইচ খান স্কুল এন্ড কলেজ শিরোনামে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয় এবং গত ৩১/০১/২০১৮ইং তারিখে উক্ত পত্রিকায় আচার বিক্রেতা থেকে প্রমি গ্রুপের চেয়ারম্যান শিরোনামে আমার ছবি সম্বলিত একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। আমি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যথাযথ নিয়ম কানুন মেনে ভ্যাট, টেক্স নিয়মিত পরিশোধ করে দীর্ঘদিন যাবৎ সুনামের সহিত ব্যবসা পরিচালনা করে আসছি। বর্তমান সময়ে বাংলাদেশের শিক্ষার হার বেড়ে চলেছে, কর্মসংস্থানের অভাব, বেকারত্ব বেড়েছে এমতাবস্থায় আমি শ্রমজীবী মানুষের জন্য কর্মসংস্থান ও রুটি রুজীর ব্যবসা করে চলেছি। দেশ ও জনগণের আর্থিক উন্নয়নের জন্য নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে আমাদের সকল কর্মকান্ডের প্রয়াস। আমি মনে করি একটি কু-চক্রীমহল হিংসা পরায়ন হয়ে মিথ্যা

বানোয়াট ও ভিত্তিহীন তথ্য দিয়ে অপপ্রচার চালাচ্ছে। আমি তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। প্রতিবাদ প্রকাশের জন্য সম্পাদক মহোদয়ের দৃষ্টি কামনা করছি।"

জানুয়ারি ২৮, ২০১৮

"অনিয়ম ও দুর্নীতির সাথে পরিচালিত হচ্ছে বি, এইচ খান স্কুল এন্ড কলেজ

মোঃ হাসান রিপোর্টার

রাজধানীর উত্তরাসহ বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠেছে ব্যঙের ছাতার মত অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। অনুমোদন ও অনুমোদন বিহীন দূর্নীতির আখড়ায় ঘেরা এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। উত্তরখান মাজার রোড অবস্থিত বি.এইচ খান স্কুল এন্ড কলেজ। প্রতিষ্ঠানটি নবনির্মিত হলেও দূর্নীতির দিক দিয়ে উত্তরখান এলাকায় সর্বভূমত লাভ করেছে। ভর্তি বানিজ্য থেকে শুরু করে সেশন ফি বাবদ হাতিয়ে নিচ্ছে লক্ষ লক্ষ টাকা। প্রতি মাসে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের নামে নেওয়া হচ্ছে অসংখ্য চাঁদা বলে জানান স্থানীয়রা। এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান ও প্রতিষ্ঠাতা শহীদ সামান্য আচার বিক্রেতা থেকে প্রমি গ্রুপ, গ্রীণ ভিউ রেসোর্ড সহ নানা রকম প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেছে। সামান্য একজন ২ টাকার আচার বিক্রেতা কিভাবে অল্প সময়ে আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ হয়ে গেছে জানতে চায় জনগণ। একসময় ফনিক্স সাইকেলে করে গ্রামের পর গ্রামে দোকানে দোকানে আচার বিক্রি করে এখন নাকি প্রমি গ্রুপের চেয়ারম্যান সে। বিভিন্ন প্রকারে আচারে ভেজাল খাদ্য সামগ্রী মিশিয়ে জনগণকে আকৃষ্ট করে। এ ব্যবসা চালিয়ে গড়ে তুলেছেন প্রমি গ্রুপ। এখনও বর্তমানে প্রমি আচার সহ বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী তৈরি হচ্ছে প্রমি গ্রুপে যা মানব দেহের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। বিভিন্ন প্রকার মান সমদ্মত প্লাস্টিকের বোতল ও প্লাস্টিকের কাগজ ব্যবহার করে জনগণকে আকৃষ্ট করে দিনের পর দিন এই মরণ ভেজাল খাদ্য দ্রব্য তৈরি করছে প্রমি গ্রুপ লিঃ। আরো বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন আগামী সংখ্যায়।"

জানুয়ারি ৩১,২০১৮

"আচার বিক্রেতা থেকে প্রমি গ্রুপের চেয়ারম্যান

মোঃ হাসান রিপোর্টার

আমাদের বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা রয়েছে। কেউ টেন্ডার বাজি করে কোটিপতি। আবার কেউ লটারী পেয়ে কোটিপতি। কিন্তু আচার বিক্রেতা থেকে শিল্পপতি হওয়া একটি আলোচিত বিষয়। রাজধানীর উত্তরখান ময়নারটেক এলাকায় অবস্থিত প্রমি গ্রুপ লিমিটেড। অনুসন্ধান করে জানা যায়, প্রমি গ্রুপের চেয়ারম্যান শহীদ এক সময় আচার বিক্রি করতেন। কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে প্রমি গ্রুপসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মালিক কীভাবে হোলেন বিষয়টি আলোচিত। গাড়ী, আলিসান বাড়ী এবং কোন সময়ই তার মাটিতে পা পরে না। গত ২৯/০১/২০১৮ ইং তারিখ "দৈনিক নতুন দিন" একটি প্রতিবাদ পাঠান কিন্তু আশ্চর্য ও হাস্যকর ঘটনা তারা নতুন দিন বানানটিও ঠিকমত লিখতে পারেনি, লিখেছেন নতুন দিন। বর্তমানে ঢাকায় প্রমি গ্রুপের চেয়ারম্যান শহীদের কতগুলো ফ্ল্যাট রয়েছে এবং দেশের বাড়ীর অবস্থা অনুসন্ধান চলছে, বিষয়টি দুদকের দৃষ্টি আকর্ষন করা হল। হলুদ সাংবাদিকতাসহ নানা রকম বাজে মন্তব্য করেছেন প্রতিবাদ প্রসঙ্গে। বিষয়টি নিয়ে "দৈনিক নতুন দিন" থেকে তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে। অনুসন্ধান চলছে আরো বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন আগামী সংখ্যায়।"

ফেব্রুয়ারি ৪, ২০১৮

"দুই টাকার আচার বিক্রেতা শহীদ এখন প্রমি গ্রুপের চেয়ারম্যান

নিজস্ব প্রতিবেদক

কথায় বলে নাকি কাকের পেছনে ময়ূরের পেখম লাগাইলেই কাক কখনো ময়ূর হয়ে যায় না। আচার একটি সু-স্বাদু খাবার, নাম শুনলেই মুখে পানি এসে পড়ে। অনুসন্ধান করে জানা যায়, আচার বিক্রেতা থেকেই প্রমি গ্রুপের চেয়ারম্যান শহীদ শিল্পপতি হয়ে যায়। জনগণের প্রশ্ন সমান্য আচার বিক্রেতা থেকে এত অল্প সময়ের মধ্যে কিভাবে এতগুলো প্রতিষ্ঠানের মালিক হোলেন অবশ্য তার ব্যবহার ও কর্যকলাপে বোঝা যায় তিনি আচার ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তার ব্যবহার অনেকটা আচার বিক্রেতার মতই। তিনি মনে করেন আমার সাথে সর্বসময় নেতা ও ক্যাডারদের সাথে চলাফেরা গণ্যমাধ্যম আমাকে কি করবে। তিনি বিভিন্ন প্রকার দালাল, ভূয়া মিডিয়া ও রাজনৈতিক নেতাদের ক্ষমতা দেখিয়ে সাংবাদিকদের ভয়ভীতি প্রদর্শন করেন। তার গোপন তথ্য ফাঁস করে দেওয়ার পর শহীদ এখন পাগলা কুকুরের মতো আচোরণ করছে। মনে হচ্ছে কোন পাগলা কুকুরে তাকে কামড় মেরেছে। আরও অনুসন্ধান করে জানা যায় শহীদ নাকি এক সময় গ্রাম থেকে খালি লোটা ধরে এসেছিল ঠিক মতে ধুটিটিও পরতে জানতো না। এখন নাকি প্রমি গ্রুপের চেয়ারম্যান হঠাৎ করে সোনার হরিণ পেয়ে গেল নাকি সরকারি হাই-ওয়ে রোডের নিতিমালা না মেনে প্রমি গ্রুপের মালবাহী যানবাহন গুলো সর্ব সময় উত্তরখান

এলাকাসহ বিভিন্ন সময় চলাফেরা করছে। এতে প্রতিনিয়োত রাস্তার বেহাল দশা হচ্ছে। প্রতিটি জায়গায় গর্তের সৃষ্টি হচ্ছে, যা সামান্য বৃষ্টিতেই গর্তগুলো ভরাট হচ্ছে এবং সাধারণ জনগণসহ ছোট ছোট গাড়ির চলাফেরা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে এবং দূর্ঘটনা সৃষ্টি হচ্ছে। এ থেকে মুক্তি পেতে চায় সাধারণ জনগণ অনুসন্ধান চলছে..... বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন আগামী সংখ্যায়।"

যুক্তিতর্কঃ

মামলাটি রেজিষ্ট্রি করে নিয়ম অনুসারে জবাব দাখিলের জন্য ২৬/০২/২০১৮ তারিখে প্রতিপক্ষের নিকট নোটিশ প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ডাকযোগে ২৫/০৩/২০১৮ তারিখে নোটিশ প্রেরণ করা হয় এবং ডাক কর্তৃপক্ষ প্রতিপক্ষের পত্রিকায় লিখিত ঠিকানায় না পেয়ে চিঠিখানা ফেরত দিয়েছে। চিঠিখানা পরীক্ষা করে দেখা যাচ্ছে যে, ঢাকা জিপিও থেকে "আর ৯৫১" তারিখ ২৭/০৩/২০১৮ রেজিষ্ট্রি করা হয়। ডাক পিওন ২৯/০৩/২০১৮, ০১/০৪/২০১৮, ০২/০৪/২০১৮, ০৩/০৪/২০১৮, ০৪/০৪/২০১৮ এবং ০৫/০৪/২০১৮ পত্রিকায় লিখিত অফিস ১৭ হাটখোলা রোড- (২য় তলা), অফিসে চিঠি বিলি করার জন্য গমণ করে। তবে প্রতিপক্ষকে না পেয়ে মন্তব্য লিখে "Absence" ০৮/০৪/২০১৮ তারিখে কাউন্সিলে চিঠিখানা ফেরত পাঠায়।

প্রতিপক্ষ কোন জবাব দাখিল করেনি এবং মামলা শুনানী কালে অনুপস্থিত। ফরিয়াদীর প্রতিনিধি জনাব তালুকদার রুমি বিচারিক কমিটির অনুমতিক্রমে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন এবং ২৮/০১/২০১৮ তারিখে প্রচারিত প্রতিবেদনটি পড়ে শুনান। ৩১/০১/২০১৮ এবং ০৪/০২/২০১৮ তারিখে প্রচারিত প্রতিবেদনগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিবেদন করেন যে, ফরিয়াদীর প্রতিবাদপত্রগুলি ছাপেনি বরং ৩১/০১/২০১৮ একং ০৪/০২/২০১৮ তারিখে নতুন কিছু যোগ করে মুখরোচক প্রতিবেদন প্রচার করেছে। যার ফলে ফরিয়াদীকে জনসমম্মুখে সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়ভাবে হেয় প্রতিপন্ন এবং ব্ল্যাকমেইল করা হয়েছে। প্রতিবেদনগুলি প্রকাশ করে ফরিয়াদীকে জনসম্মুখে অসম্মানিত করা হয়েছে এবং তাঁর ব্যবসার সুনাম ক্ষুন্ন করা হয়েছে। তিনি বলেন ফরিয়াদীর এই মানহানি কোন ক্রমেই অর্থ দ্বারা পরিমাপ করা সম্ভব নয়। ফরিয়াদী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছেন জন স্বার্থে এবং তা পরিচালনা করছেন সরকারের নিয়ম নীতি মেনে এবং প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালনা করা হচ্ছে পরিচালনা পর্ষদ এর মাধ্যমে এবং পরিচালনা পর্ষদ এর কার্যক্রম তদারকি করছে সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ। তিনি নিবেদন করেন যে, রিপোর্টার ২৮/০২/২০১৮ তারিখের প্রতিবেদন উল্লেখ করেছেন **"রাজধানীর উত্তরাসহ বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠেছে ব্যাঙের ছাতার মত অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।"** শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে প্রতিবেদক এর ঢালাও মন্তব্য তাঁর জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে মনে করে দেয়। এই রিপোর্টার এর শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কেও প্রশ্ন উঠে। তিনি আরও নিবেদন করেন যে, পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের বিভিন্ন শব্দচয়ন দেখে যে কোন ব্যক্তি হতবাক হওয়ার কথা এবং এ ধরনের শব্দচয়ন সুস্থ সাংবাদিকতার পরিপন্থি এবং এ ধরনের কর্মকান্ড হলুদ সাংবাদিকতার শামিল। তিনি আরও বলেন যে, প্রতিপক্ষের সম্পাদনায় প্রকাশিত পত্রিকায় উপরোক্ত শিরোনামে ভিত্তিহীন, আপত্তিকর, অসত্য, কল্পনাপ্রসূত, মিথ্যা ও বানোয়াট সংবাদ প্রকাশের মাধ্যমে ফরিয়াদীকে জনসম্মুখে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছে, যার জন্য এই পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ করার প্রয়োজন। ন্যায় বিচারের স্বার্থে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, ঢাকাকে আইন অনুসারে প্রদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নির্দেশনা দেওয়া প্রয়োজন। তিনি আরও নিবেদন করেন যে, কথিত প্রতিবেদনটি তৈরি এবং প্রকাশ করে অনুসরণীয় আচরণবিধি ১৯৯৩ (২০০২ সাল সংশোধিত) এর ৭, ৮, ১১, ১২, ১৩, ১৭, ১৮ ও ১৯ লংঘণ করেছেন।

পরিশেষে, প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট ১৯৭৪ এর ১২ ধারার আলোকে এই অসত্য, ভিত্তিহীন, কল্পনাপ্রসূত ও আপত্তিজনক প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে ফরিয়াদীকে এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন ও জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে, মর্মে শাস্তি দেওয়ার জন্য আবেদন করেছেন।

আলোচনা সিদ্ধান্তঃ

ফরিয়াদীর প্রতিনিধি জনাব তালুকদার রুমী যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। কাগজপত্র পরীক্ষা করে দেখা যাচ্ছে যে, প্রতিপক্ষ ২৮/০১/২০১৮ তারিখে "দৈনিক নতুন দিন" সংখ্যায় **'অনিয়ম ও দুর্নীতির সাথে পরিচালিত হচ্ছে বি, এইচ খান স্কুল এন্ড কলেজ'** শীর্ষক শিরোনামে প্রতিবেদন প্রচার করে। ফরিয়াদী উক্ত প্রতিবেদন এর বিরুদ্ধে আপত্তি করে ২৯/০১/২০১৮ এবং ০১/০২/২০১৮ তারিখে দুটি প্রতিবাদলিপি প্রেরণ করে। কিন্তু সম্পাদক তাদের প্রতিবাদলিপিগুলি ছাপায়নি। আরও লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে পরবর্তীতে প্রতিপক্ষ ৩১/০১/২০১৮ তারিখের **"আচার বিক্রেতা থেকে প্রমি গ্রুপের চেয়ারম্যান"** শিরোনামে এবং ০৪/০২/২০১৮ তারিখে **"দুই টাকার আচার বিক্রেতা শহীদ এখন প্রমি গ্রুপের চেয়ারম্যান"** শিরোনামে আরও দুটি প্রতিবেদন প্রচার করে। ১৮/০১/২০১৮, ৩১/০১/২০১৮ এবং ০৪/০২/২০১৮ তারিখের প্রতিবেদনগুলি পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে যে প্রতিবেদক ফরিয়াদীর বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রোশ থেকে একটার পর একটা প্রতিবেদন তৈরি করেছে, কিন্তু প্রতিবেদনগুলি প্রচারের পূর্বে সম্পাদক এর সত্যতা যাচাই বাছাই করেছেন, মর্মে পরিলক্ষিত হচ্ছে না। লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, ২৮/০১/২০১৮ তারিখের প্রতিবেদনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ব্যাঙের ছাতার সাথে তুলনা করেছে। প্রতিবেদক শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য করার পূর্বে রাষ্ট্রের শিক্ষানীতি সম্পর্কে তাঁর মানবিক জ্ঞান থাকতে হবে। কিন্তু প্রতিবেদকের

এরূপ মন্তব্যের প্রেক্ষিতে শিক্ষানীতি সম্পর্কে তাঁর ধারণা আছে বলে আমাদের মনে হয়না। তথ্য উপাত্ত ছাড়া ফরিয়াদীর উৎপাদিত পণ্য সম্পর্কে ঢালাও মন্তব্য করা সমীচীন নয় এবং যা সাংবাদিকতা নীতি বর্হিভূত। আরও দেখা যাচ্ছে প্রতিবেদক ০৪/০২/২০১৮ তারিখের প্রতিবেদনে ফরিয়াদীকে **"কুকুর ও কুকুরের আচরণের সাথে তুলনা করেছে"** যা সাংবাদিকের ভাষা হতে পারেনা। প্রতিবেদনগুলি পরীক্ষা করে দেখা যাচ্ছে প্রতিবেদক তাঁর হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার কুমানসে একটার পর একটা সুস্পষ্ট তথ্য উপাত্ত ছাড়া তৈরি করেছে এবং সম্পাদক তা প্রচার করেছে। প্রতিবেদনগুলিতে বিভিন্ন শব্দচয়ন দেখে মনে হচ্ছে প্রতিবেদক এবং সম্পাদক উভয়ই সাংবাদিকতার ভাষা বা রীতিনীতি সম্পর্কে ধারণা নেই। তাঁদের সাংবাদিকতায় কোন প্রশিক্ষণ আছে বলে ও প্রতিয়মান হচ্ছে না। তাঁদের জানা দরকার কোন ব্যক্তির জীবন মান সম্পর্কে লেখার পূর্বে সেই ব্যক্তির বক্তব্য নেয়া অত্যন্ত জরুরী। **যার** বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়া গেল কিন্তু তাঁর বক্তব্য নেয়া হলো না, এতে তাঁর সামাজিক মর্যাদা ক্ষুন্ন হলো। এটা কিন্তু সাংবাদিকতা নয়। এটা এক ধরণের হলুদ সাংবাদিকতা।
প্রতিবেদন তৈরি করতে নিজস্ব তথ্য প্রয়োগ করতে হয় এবং তথ্যের উৎস সম্পর্কে প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হয়। প্রতিবেদনগুলিতে ফরিয়াদীকে ব্যক্তিগতভবে আক্রমণ করেছে, কিন্তু ফরিয়াদীর কোনরূপ মতামত বা মন্তব্য গ্রহণ করেনি এবং তথ্য সংগ্রহ করার জন্য কোন প্রকার চেষ্টা করা হয়েছে মর্মে ও পরিলক্ষিত হচ্ছে না। তাই, রিপোর্টগুলি উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে করা হয়েছে, এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।
পরীক্ষা কালে আরও দেখা যাচ্ছে যে ২৮/০১/২০১০৮ তারিখের প্রতিবেদনের নিচে "আরও বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন আগামী সংখ্যায়", ৩১/০১/২০১৮ তারিখের প্রতিবেদনের নিচে অনুসন্ধান চলছে আরো বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন আগামী সংখ্যায়" এবং ০৪/০২/২০১৮ তারিখের প্রতিবেদনের শেষ অংশে "এ থেকে মুক্তি পেতে চায় সাধারণ জনগণ। অনুসন্ধান চলছে.....বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন আগামী সংখ্যায়।" প্রতিবেদন এর শেষ অংশে তদ্রুপ ইঙ্গিত দিয়ে রিপোর্টার প্রেস কাউন্সিল কর্তৃক প্রণিত সাংবাদিকদের অনুসরণীয় আচরণবিধি লংঘণ করেছে। প্রতারণার উদ্দেশ্যে এমনটি করা হয়েছে বলে ও আমাদের নিকট সুস্পষ্ট ।

সম্পাদক হলেন পত্রিকার সর্বোচ্চ কর্মকর্তা। সম্পাদনা করা তাঁর প্রধান দায়িত্ব। পত্রিকায় কোন সংবাদ বা প্রতিবেদন যাবে, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকেন তিনি। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে এর বত্যয় ঘটেছে। সম্পাদকের দায়িত্ব হলো সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের প্রাপ্ত তথ্যাবলিতে সত্যতা ও নির্ভুলতা নিশ্চিত করা, কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে তা প্রতিপালিত হয়নি।

প্রতিবেদক নিজেকে সাংবাদিক হিসেবে পরিচয় দিয়ে কোন ব্যক্তিকে/ ফরিয়াদীকে কুকুর ও কুকুরের আচরণের সাথে তুলনা করে নিজেই ঐ ধরনের প্রাণীর মত আচরণ করেছে বলে মনে হয়। সাংবাদিকের ভাষায় মাধুর্য থাকা বাঞ্চণীয়। এখন প্রশ্ন উঠেছে প্রতিবেদক কতটুকু লেখা পড়া করেছে। কেননা কোন শিক্ষিত ব্যক্তি বা সাংবাদিক এমন ভাষা প্রয়োগ করতে পারে না।
এখানে সাংবাদিক এর দায়িত্ব হলো কারও অন্যায্য ক্ষতি না করা এবং কারও ওপর অযাচিত বিরূপ প্রভাব না ফেলা। এ দায়িত্বে তিনটি মাত্রাঃ-

"১. সংবাদের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের প্রতি দায়িত্ব; তাদের প্রতি ন্যায্য হওয়া।
২. সত্য, পেশার দাবি ও নিজের বিবেকের প্রতি দায়িত্ব।
৩. সর্বসাধারণ ও পাঠকের প্রতি দায়িত্ব ও ন্যায্যতা।

নৈতিক সাংবাদিকতা এ তিনটি মাত্রার মধ্যে ন্যায্য সমন্বয় ও ভারসাম্য করতে চেষ্টা করে।"

সূত্রঃ ইউনিসেফ বাংলাদেশ ও এম আর ডি আই

প্রতিবেদনগুলি, দাখিলকৃত কাগজপত্র এবং সাংবাদিকতার জন্য নির্ধারিত আইন কানুনগুলি বিশ্লেষণ করে আমাদের নিকট পরিস্কার যে মোঃ হাসান রিপোর্টার এর সাংবাদিকতা পেশার মৌলিক জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ নেই। ফলে, তাঁর সাংবাদিকতা পেশায় নিয়োজিত থাকার নৈতিক এবং আইনগত কোন ভিত্তি নেই। এখানে পত্রিকার সম্পাদক ও তাঁর দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছেন।

প্রতিপক্ষ প্রতিবাদলিপি না ছেপে এবং অযাচাইকৃত প্রতিবেদনগুলি প্রকাশ করে বাংলাদেশের সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থা এবং সাংবাদিকের জন্য অনুসরণীয় আচরণ বিধির ৭, ৮, ১১, ১২, ১৩, ১৭, ১৮, এবং ১৯ বিধি লংঘণ করেছেন। "দৈনিক নতুন দিন" পত্রিকায় বিভিন্ন তারিখে বিভিন্ন শিরোনামে সংবাদ প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে ফরিয়াদীকে জনসম্মুখে সম্মানহানি ও হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছে বলে আমরা দৃঢ় সিদ্ধান্তে উপনিত হয়েছি।

ফরিয়াদীর অভিযোগ, পক্ষগণের দাখিলী কাগজপত্র এবং ফরিয়াদী বক্তব্য বিবেচনা করে বিজ্ঞ সদস্য জনাব স্বপন দাশ গুপ্ত ও মফিদা আকবর এর সাথে একমত হয়ে বিচারিক কমিটি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, প্রতিপক্ষ ভিত্তিহীন সংবাদ প্রতিবেদন প্রচার করে দৈনিক নতুন দিন পত্রিকার সম্পাদক সাংবাদিকদের আচরণবিধি লঙ্ঘণ করেছেন এবং জনগণের রুচির বিরুদ্ধে অপরাধ করেছেন যা পেশাগত অসদাচরণ ব্যতিত অন্য কিছু নয়।

তাই প্রতিপক্ষকে তদ্রুপ গর্হিত আচরণের জন্য ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করে ভবিষ্যতের জন্য সর্তক করে দেয়া হলো এবং রিপোর্টার মোঃ হাসান এর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য প্রকাশককে নির্দেশ প্রদান করা হলো। রিপোর্টারকে কি শাস্তি প্রদান করা হয়েছে সে ব্যাপারে কাউন্সিলকে অবহিত করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো। প্রতিপক্ষ **"দৈনিক নতুন দিন"** এর সম্পাদক ভবিষ্যতে তদ্রুপ সংবাদ বা কোন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ প্রকাশের পূর্বে অধিকতর সাবধানতা অবলম্বন করবেন বলে এই বিচারিক কমিটি প্রত্যাশা করে।

প্রতিপক্ষ এই রায়টি প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে "দৈনিক নতুন দিন" পত্রিকায় প্রকাশ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো। রায়ের সংক্ষিপ্ত সার অপর সকল পত্রিকায় প্রকাশের নিমিত্তে প্রেরনের জন্য কাউন্সিল এর সচিবকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

"দৈনিক নতুন দিন" এর প্রকাশক ডিক্লারেশন প্রাপ্তির পর ১৯৭৩ সনের ছাপাখানা এবং প্রকাশনা (ঘোষণা ও নিবন্ধন) আইনের ৯ ধারাসহ অন্যান্য ধারাগুলি প্রতিপালন করছে কিনা বিশেষ করে উল্লেখিত ২৯/০১/২০১৮ তারিখের প্রতিবেদন প্রচার করে ২০ (১), ২০ (এ) ধারা লঙ্ঘণ করেছে কিনা পরীক্ষা করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য রায়ের একটি অনুলিপি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এর নিকট প্রেরণ করার জন্য অফিসকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

রায় প্রকাশের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে প্রতিপক্ষের পত্রিকায় রায়টি ছাপিয়ে একটি কপি প্রেস কাউন্সিলে দাখিল করার জন্য মামলার প্রতিপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা হলো। ফরিয়াদী ইচ্ছা করলে যে কোন পত্রিকায় তার নিজ খরচে রায়টি হুবহু ছাপাতে পারবেন, সেক্ষেত্রে একটি অনুলিপি কাউন্সিলে প্রেরণ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-

বিচারপতি মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ
চেয়ারম্যান

আমি একমত,

স্বাক্ষরিত/-

স্বপন দাশ গুপ্ত
সদস্য

আমি একমত,

স্বাক্ষরিত/-

মফিদা আকবর
সদস্য